অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৫ টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৪৩,৪১৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ৬,৭৭২.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৬,৬৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ৩৪,৯৬৪.৫২ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪,৩১৭.৫৩ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩০,৬৪৬.৯৯ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৮০.৫৩ শতাংশ। নিম্নে প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে প্রকল্পওয়ারি দেওয়া হলোঃ

১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ II) প্রকল্প

সরকার অনুমোদিত বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে অর্থ বিভাগের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফII)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আইপিএফএফ II একটি অনলেন্ডিং ভিত্তিক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। আইপিএফএফ II প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ৩৫৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থ প্রদান করেছে। আইপিএফএফ II এর অনলেন্ডিং কম্পোনেন্ট হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের (পিএফআই) মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়। কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট হতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পিএফআই ও অন্যান্য অংশীজন যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি অথরিটি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা;
- প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি খাতে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা; এবং
- সরকার গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের কম্পোনেন্ট

ক) কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট

খ) অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট

আইপিএফএফ II এর আওতায় উপযুক্ত খাত

অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট খাত সমূহ হচ্ছে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানী ও সেবা;
- বন্দর (স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন;
- শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;
- শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা; এবং
- বিমান বন্দর, টার্মিনালসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ।

টিএ কম্পোনেন্ট খাত সমূহ হচ্ছে

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি কর্তৃপক্ষ;
- সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড'; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংক আইপিএফএফ-II প্রজেক্ট সেল।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়

প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট বাবদ বরাদ্দ ছিল ৬০০.৩০ কোটি টাকা, যা এ পর্যন্ত ব্যয় হয়নি। টিএ কম্পোনেন্ট বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৪.৮০ কোটি টাকা, যার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১.৯৯ কোটি টাকা।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম

- পিএফআইসমূহ হতে দাখিলকৃত বিভিন্ন সাব-প্রজেক্টের প্রস্তাবনাসমূহ পর্যালোচনার জন্য আইপিএফএফ II প্রকল্পের টেকনিক্যাল এডভাইজার হিসেবে একটি পরামর্শক ফার্মকে নিযুক্ত করা হয়েছে;
- সাব-প্রজেক্টের পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি পর্যালোচনার জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে অপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত করা হয়েছে;
- সরকার কর্তৃক গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ তৈরী এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের জন্য লিগ্যাল এডভাইজরি ফার্ম ও ট্রানজেকশন এডভাইজরি ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে; এবং
- বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড (বিআইএফএফএল)-কে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য Innovation Financial Product Development & Capacity Building এবং Project Appraisal & Due Diligence প্যাকেজের আওতায় পরামর্শক/পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০১৪ হতে

ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো, যার মেয়াদ পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বর্ধনশীল যুবসমাজকে শিল্পখাতের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত খাতে তাদের কর্মসংস্থান করা। দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করার লক্ষ্যে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানোসহ এর ভবিষ্যত অর্থায়ন পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট রূপরেখা চূড়ান্তকরণও এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। প্রকল্প মেয়াদে ৫,০২,০০০ জনকে ৯টি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিতদের অন্তত ৬০ শতাংশের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। প্রশিক্ষণ শেষে ইতোমধ্যে সনদ পেয়েছে প্রায় তিন লক্ষ জন। সনদপ্রাপ্তদের ৭২ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে। সার্বিক কার্যক্রমের সফলতার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত প্রায় ৩,৩০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রকল্পটি আগামী মে ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিম্নে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক কর্মসংস্থান উপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- দক্ষতা খাতে নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; এবং
- বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গঠিত National Skills Development Authority (NSDA) –কে সহায়তা করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪-ডিসেম্বর ২০২০।

SEIP প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

- সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের চাহিদা মোতাবেক অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গুণগত মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;
- প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ; এবং
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের উন্নয়ন।

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাঃ সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/ সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প মেয়াদে প্রায় ১,৪২,০০০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা/সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা আছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আছে:

- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (DTE) এর ৩২টি কারিগরি স্কুল ও কলেজ (ফেনী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ);
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET) এর ৬১টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (TTC);
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (BRTC) এর ১৯টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র;
- বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর ৪টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্র;
- বাংলাদেশ ব্যাংক (BB-SME Unit); এবং
- পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF)।

শিল্প সংস্থাঃ নয়টি অগ্রাধিকারখাতে [(i) RMG & Textile (ii) IT (iii) Construction (iv) Light Engineering (v) Leather and Footwear Manufacturing (vi) Shipbuilding (vii) Agro-food Processing (viii) Tourism and Hospitality (ix) Transport (Motor Driving)] প্রকল্প মেয়াদে প্রায় ৩,৬০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ১৩টি শিল্প সংস্থা (Industry Association)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বেসরকারি খাতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে:

- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কন্সট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রিজ (BACI);
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (BASIS);
- বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (BKMEA);
- বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টার এসোসিয়েশন (BGMEA);
- বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ এসোসিয়েশন (BTMA);
- বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স এসোসিয়েশন (BEIOA);
- এসোসিয়েশন অব এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড শিপ বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রিজ অব বাংলাদেশ (AEOSIB);
- লেদার গুডস্ এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB);
- বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টারস এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO);
- ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস্ কাউন্সিল (ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি) (ISC-Tourism and Hospitality);
- বাংলাদেশ এগ্রোপ্রসেসরস এসোসিয়েশন (BAPA);
- বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (BWCCI); এবং
- রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (REHAB)।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে SEIP প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৩৯৪০০.০০	৫৯৮০.০০	৩৩৪২০.০০	৩৩৪০৬.৮৮	৪২২৬.৮৪	২৯১৮০.০৪	৮৪.৭৯%

SEIP প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রম

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি: বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিগত অর্থবছরে ৯১,১৯৮ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্ত (enrollment) এবং প্রশিক্ষিতদের মধ্য হতে সর্বমোট ৫৫,৩৬৪ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের পরিমাণ যথাক্রমে ৯৭,৫৮৪ বা ১০৭% এবং ৫৩,৫৮৩ বা ৯৭%;

- প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষকদের জন্য দেশে এবং বিদেশে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত ২৯৮ জন নারীসহ মোট ২৩৬৭ জন প্রশিক্ষককে দেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সিংগাপুরের Nanyang Polytechnic International (NYPi) এবং ITE Education Services (ITEES) এ ৫৪ জন নারীসহ ৩৭৬ জন প্রশিক্ষককে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- SEIP প্রকল্পের Institutional Strengthening কম্পোনেন্টের আওতায় অন্যতম কার্যক্রম ছিল জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (NHRDF) গঠনে সরকারকে সহায়তা প্রদান। ইতোমধ্যে NHRDF গঠন করা হয়েছে এবং NHRDF-কে কার্যকর করার জন্য বর্তমানে অর্থ বিভাগের তিনজন কর্মকর্তা তাঁদের নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ তিনটি পদের বিপরীতে কাজ করছেন। প্রাথমিক তহবিল হিসেবে মোট ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা NHRDF-এর একাউন্টে জমা হয়েছে;

- SEIP প্রকল্পের আরেকটি দায়িত্ব ছিল মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তাদের অধীনস্থ দপ্তরসমূহ কর্তৃক পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে National Skill Development Authority (NSDA) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান। ইতোমধ্যে NSDA আইন মহান সংসদে পাশ হয়েছে এবং ১ জন নির্বাহী চেয়ারম্যান (সচিব পদ মর্যাদায়) সহ অন্যান্য কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। NSDA-কে কার্যকর করার লক্ষ্যে SEIP'র পক্ষ থেকে সহায়তা অব্যাহত রয়েছে;

- SEIP প্রকল্পের একটি ওয়েবসাইট রয়েছে (www.seip-fd.gov.bd)। এ ওয়েবসাইটে প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশ করা হচ্ছে এবং প্রকল্পের সকল প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত নোটিশ আপলোড করা হচ্ছে। তাছাড়া এ ওয়েবসাইটে Training Management System (TMS) নামে একটি স্বতন্ত্র ডাটাবেইস চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রকল্পের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণ/উপস্থাপন করা হচ্ছে । প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য নির্ভুলভাবে প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ এবং দ্বৈততা এড়ানোর লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের NID Database এর সঙ্গে উক্ত TMS-কে সংযুক্ত করা হয়েছে;

- SEIP প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৮৭টি Competency Standard (CS), ৮৭টি Competency Based Learning Materials (CBLM) এবং ৬০টি Assessment Tools এবং Assessor-দের জন্য একটি Assessment Guideline প্রণয়ন করা হয়েছে; এবং

- SEIP প্রকল্পের আওতায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (BMET) আওতাধীন বিভিন্ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার-এ পরিচালিত চার মাসব্যাপী মোটর ড্রাইভিং কোর্সের সফল প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে সম্প্রতি ২৮৩ জনকে বিদেশে চাকুরির জন্য Dubai Taxi Corporation কর্তৃক চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

৩। স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর সোশ্যাল প্রটেকশন (এসপিএফএমএসপি)

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন "Strengthening Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP)" শীর্ষক প্রকল্পটি যুক্তরাজ্যের DFID এবং অস্ট্রেলিয়ার DFAT এর অনুদান সহায়তায় মোট ১২০.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি ৭.১৮ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৩.৬৫ কোটি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। মেয়াদ শেষে জিওবি অংশে ৪.৮০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য অংশে ৩২.৬ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত মেয়াদের পরেও জিওবি অংশে ৩.৫৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য অংশে ২৩.৭০ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকায় অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ আরো ১ বছর জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক Management Information System (MIS) তৈরী করা।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

- সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, কৌশলগত পরিকল্পনা, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উন্নয়ন পদ্ধতির উন্নয়ন; এবং
- ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০১৪- জুন ২০২০।

প্রকল্পের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রম

SPFMSP প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শক্তিশালীকরণ। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট ৬টি Diagnostic Study এবং ৪টি Reform Plan সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় অর্থ বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচিসমূহের তথ্য সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় SPBMU MIS স্থাপন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের SPBMU MIS এর সঙ্গে ৬টি মন্ত্রণালয়ের ৯টি প্রকল্প/কর্মসূচির MIS এর সংযোগ স্থাপন এবং G2P পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগার হতে জনগণের নিকট সরাসরি ভাতা/অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে G2P পদ্ধতিতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির অধীনে ৪৯৩ টি উপজেলার ৭.০ লক্ষ ভাতাভোগীর মধ্যে ৫.৩৮ লক্ষ ভাতাভোগীকে এবং একইভাবে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা ভাতা কর্মসূচির ৩৩৮টি উপজেলার ২.৫ লক্ষ ভাতাভোগীর মধ্যে ২.১৯ লক্ষ ভাতাভোগীকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচির অধীনে ১৫টি উপজেলার ১.৭০ লক্ষ ভাতাভোগীকে ভাতা হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (SESP) এর ১টি উপজেলার ০.৬০ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১টি জেলার ১.২৬ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর উপবৃত্তি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২টি জেলার ০.০৪৫ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের EGPP কর্মসূচির ০.০২৩ লক্ষ সুবিধাভোগীকে G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান পাইলটিং করা হয়েছে।

এসপিএফএমএসপি প্রকল্পের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জনসমূহ

প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ডায়াগনস্টিক স্টাডি সম্পন্ন এবং এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা বলয় এর আওতায় ভাতা প্রদানের পদ্ধতি নির্বাচন;
- ভাতাভোগীর তথ্য ডিজিটালাইজড করা;
- প্রস্তাবিত ৬টি লাইন মিনিস্ট্রির MIS কে কেন্দ্রীয় MIS এর সাথে যুক্ত করা;
- ইলেকট্রনিক G2P সিস্টেম চালু করা;
- অনাকাঙ্খিত, অযোগ্য এবং ডুপ্লিকেট ভাতাভোগী চিহ্নিত ও মনিটরিং করা;
- ভাতাভোগীর দৌরগোড়ায় সেবা ও ভাতার অর্থ দ্রুত পৌঁছে দেয়া;
- সোস্যাল প্রোটেকশন এর ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের কেন্দ্রীয় SPBMU MIS প্রতিষ্ঠা;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইলেকট্রনিক G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান সফলভাবে সম্পন্ন;
- পেমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাংক, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার; এবং
- অনাকাঙ্খিত, অযোগ্য এবং ডুপ্লিকেট ভাতাভোগী চিহ্নিত করে পেমেন্ট তালিকা থেকে বাদ দেয়া সম্ভব হয়েছে।

৪। স্ট্রেংদেনিং ক্যাপাসিটি ফর চাইল্ড ফোকাস বাজেটিং ইন বাংলাদেশ

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন " Strengthening Capacity for Child-Focused Budgeting in Bangladesh (SC-CFB)" শীর্ষক প্রকল্পটি ইউনিসেফের সহায়তায় মোট ৬৮৮.৪৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৩.৪০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৬৬৫.০৯ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ

- চাইল্ড ফোকাস্ড বাজেট প্রস্তুতকরণ ও প্রতিবেদন তৈরিকরণে অর্থ বিভাগ এবং সামাজিক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্যঃ

- চাইল্ড ফোকাস্ড বাজেটিং ও রিপোর্টিংকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; এবং
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নকে নিয়মিত পরিবীক্ষণ যাতে নীতি-নির্ধারক মহল যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯ ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

বরাদ্দ				ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
২০৬.০০	৯.০০	১৯৭.০০	২০৬.০০	১.৬৪	৩৬.০৪	৩৭.৬৮	১৮.২৯%

২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য ১৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের বিষয়ে "বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ (বাংলা ও ইংরেজী সংস্করণ);
- ৯ মে ২০১৯ এ বাগেরহাট জেলায় বিভাগীয় consultation সভা আয়োজন;
- জাতীয় বাজেটে শিশুদের হিস্যা পৃথকীকরণের জন্য *iBAS*++ তথ্য ভান্ডারে তথ্য Entry বিষয়ক ৯০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে ২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন;
- Public Expenditure Review on Nutrition (PER-N) এর কার্যক্রম অগ্রায়নের জন্য একটি "Technical Advisory Committee" গঠনসহ জাতীয় বাজেটের পুষ্টি সংক্রান্ত ব্যয় পৃথকীকরণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- PER-N এর ইনসেপশন প্রতিবেদন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন, ১টি সেমিনার আয়োজন, ৫টি "Technical Advisory Committee"- এর সভা আয়োজন, PER-N এর খসড়া উপস্থাপন;
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেটে প্রতিবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৫ টি মন্ত্রণালয়ের ৩০ জন কর্মকর্তাসহ অর্থ বিভাগের ডেস্ক পর্যায়ের ১৫ জন কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ৪টি PEER GROUP সভার আয়োজন;
- শিশুকেন্দ্রিক বাজেট এর বরাদ্দ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের ১৫০ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে "Towards Better Budget" শীর্ষক ২ টি কর্মশালা আয়োজন;
- বাংলা ও ইংরেজিতে শিশু বাজেট সংশ্লিষ্ট Flier প্রস্তুত ও প্রকাশ; এবং

- Short Term Consultant ২ জন নিয়োগ সম্পন্ন।

৫। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR) প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন ‘‘জলবায়ু ঝঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR)’’ শীর্ষক প্রকল্পটি ইউএনডিপি’র সহায়তায় মোট ১,৮৫২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১,৭২৭.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬- সেপ্টেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- জলবায়ু অর্থব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে তার কাঠামো স্থির করা এবং যারা এক্ষেত্রে অংশীজন তাঁদের সাথে আলোচনা করে দেশ-বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বাজেটসহ সরকারি অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কোন কোন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব তা চিহ্নিত করা এবং সেই অর্থ ব্যবহারের কৌশল তৈরি করা।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

- জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও সক্ষমতাকে জোরদারকরণ;
- জলবায়ু কার্যক্রমে সঠিক সময়ে অর্থ যোগান নিশ্চিত করার উপযোগী পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন;
- জলবায়ু অর্থসংস্থানের পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- জলবায়ু অর্থব্যবস্থা পরিচালনায় অর্থ বিভাগের সমন্বয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনা করে কার্যকর পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬- সেপ্টেম্বর ২০২০ ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের (IBFCR) **প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ ও ব্যয়**

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ				ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মূল	সংশোধিত						
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	
৪০১.০০	৩১.০০	৩৭০.০০	৪০১.০০	৭.১৯	৩২৭.৭০	৩৩৪.৮৯	৮৩.৫১%

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- সরকারি বাজেটে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট অর্থবরাদ্দ সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে একটি জলবায়ু অর্থায়ন ট্র্যাকিং পদ্ধতি (Climate Finance Tracking Methodology**)** উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং সমন্বিত বাজেট ও হিসাবরক্ষণ পদ্ধতিতে *(iBAS^{++})* এ ট্র্যাকিং ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য একটি পৃথক জলবায়ু অর্থায়ন মডিউল খোলা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকার কীভাবে অর্থ যোগান দিচ্ছে তা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার জন্য একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশনে পেশ করা হয়েছে;
- মোট ২০ টি মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;

- জলবায়ু অর্থায়নের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত দুটি প্রকল্পের পারফরমেন্স অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কীভাবে অর্থ যোগান দিচ্ছে তা সহজবোধ্য ভাষায় এবং ইনফোগ্রাফিক্স ব্যবহার করে প্রতিবেদন আকারে সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরা হয়েছে;
- জলবায়ু অর্থায়ন নিরীক্ষার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে "Training Manual on Climate Performance Audit Planning" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে;
- মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোকে জলবায়ু সংবেদনশীল করার জন্য বাজেট সার্কুলারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করে তার ভিত্তিতে বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;
- বিদ্যমান Climate Fiscal Framework (CFF) পর্যালোচনা করে তা হালনাগাদ করার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে;
- দেশের অর্থনীতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব কী হতে পারে তা স্পষ্ট করার জন্য বিদ্যমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে; এবং
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে।